RMMRU

রেমিটেন্স উৎসব ও সোনার মানুষ সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অভিবাসন এবং অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্তরের দশক হতে আজ পর্যন্ত প্রায় ৬৫ লক্ষ বাংলাদেশী চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। তাদের আয়ে আমাদের দেশে চলে লক্ষ লক্ষ পরিবার। দেশ পায় বৈদেশিক মুদ্রা। গত বছরে আমাদের অভিবাসী ভাই ও বোনেরা ৯.২ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে দেশে পাঠিয়েছেন। তাদের প্রেরিত এই রেমিটেন্স হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ গার্মেন্টস এর নেট আয়ের দ্বিগুণ, এদেশে আসা সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) এর ৯ গুণ এবং বৈদেশিক সাহায্যের পাঁচ গুণ। বৈদেশিক বানিজ্য ঘাটতি ও এফডিআই-এর গতি স্থবির থাকা সত্ত্বেও, পর পর পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস্ উদ্বৃত্ত থেকেছে শুধুমাত্র অভিবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহের উর্ধ্বগতির কারণে। বিশ্বমন্দার পরে দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোর মাঝে একমাত্র বাংলাদেশেরই কারেন্ট একাউন্ট ব্যালান্স উদ্বৃত্ত ছিল। এটিও রেমিটেন্সের কারণে। এই বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশকে যারা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করছেন সেই অভিবাসী ভাই ও বোনেরাতো আজকের মুক্তিযোদ্ধা। তারাইতো আমাদের দেশের সোনার মানুষ। তাদেরকে সম্মানিত করা আমাদের দায়িত্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান রামরু দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করে আসছে। অভিবাসন বিষয়ে রামরুর রয়েছে ৪০ এর অধিক মৌলিক গবেষণা। দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অভিবাসন বিষয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক গবেষণা হয়েছে তার অনেকগুলোতেই নেতৃত্ব দিয়েছে রামরু। বাংলাদেশ সরকার যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করেছে তার মূল ড্রাফট তৈরীর দায়িত্ব পালন করেছিল রামরু। জাতিসংঘের গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর প্রতিটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় থাকছে রামরু। রামরু বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলে ৭টি সহযোগী উন্নয়ন সংস্থাকে সাথে নিয়ে অভিবাসন ও রেমিন্টেস প্রেরণকে নিরাপদ করার জন্য অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি তৈরীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান করছে এবং নিরাপদ অভিবাসন নিয়ে দেশব্যাপী থিম্যাটিক মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। গত তিন বছরে রামরু মাঠপর্যায়ের ৮০০ পাবলিক ও প্রাইভেট ব্যাংকের কর্মকর্তাদের রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনায় ট্রেনিং প্রদান করেছে। তৈরী করেছে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য ভিডিও ট্রেনিং কিট। রেমিটেন্সে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রামরুর গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো উপজেলা পর্যায়ে রেমিটেন্স মেলা আয়োজন। উৎসবমুখর এই মেলাগুলোতে রামরু বিভিন্ন ব্যাংক, বিএমইটির শাখা অফিস, অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য ও অভিবাসী পরিবারকে একত্রিত করে তাদের মাঝে যোগাযোগ তৈরী করে দিচ্ছে। আনুষ্ঠানিক উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণ ও এর উৎপাদনমুখী ব্যবহারে উৎসাহিত করতে এই যোগাযোগ সুদূরপ্রসারী ফলাফল রাখছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিটেন্স প্রেরণকারী ও ব্যবহারকারীদের মূল্যায়ন করতে এবং সেবাপ্রদানকারীদের উন্নত গ্রাহক সেবা দানে উৎসাহী করতে প্রয়োজন তাদের কর্মের স্বীকৃতি দান। রামরু আগামী ১০ আগস্ট ২০০৯ এ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী কনফারেন্স সেন্টারের ‘হল অফ ফেম’ অডিটোরিয়ামে আয়োজন করেছে রেমিটেন্স উৎসবের। এই উৎসবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভূষিত করা হবে বিভিন্ন সম্মাননায়। অভিবাসীদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তা, রিক্রুটিং এজেন্সি ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা ভূষিত হবেন সোনার মানুষ সেবা সম্মাননায়। রেমিটেন্সের উৎপাদনমূখী ব্যবহারের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিবাসী পরিবার পাবেন সেরা রেমিটেন্স ব্যবহারকারী সম্মাননা। সর্বোপরি রেমিটেন্স ব্যবহার করে এন্টারপ্রাইজ তৈরীতে সাফল্যের জন্য ফেরত আসা অভিবাসী ভূষিত হবেন সোনার মানুষ সম্মাননায়।

‘সোনার মানুষ সম্মাননা’ নামটি রামরু নির্ধারণ করেছে ২০০৪ সালে। সোনার বাংলার সোনার সন্তানদের সম্মানিত করতে এর চাইতে উপযুক্ত শিরোনাম আর কি হতে পারে! এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন মাঠ পর্যায়ের অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিবাসী পরিবার, প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী, মাঠ পর্যায়ের ব্যাংক কর্মকর্তা, বিএমইটি ডেমো অফিসের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান। উৎসবে আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা স্বভাব কবিরা অভিবাসন ও রেমিটেন্স বিষয়ক তথ্য তুলে ধরে কবি লড়াই করবেন। অভিবাসন অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা এ বিষয়ে পুঁথি পাঠ করবেন। জনপ্রিয় গণসঙ্গীত শিল্পী জনাব ফকির আলমগীর পরিবেশন করবেন সংগীত ।

রামরুর এই উদ্যোগকে সহযোগিতা করছে: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএমইটি, ডিএফআইডি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ।